যুগান্তর

MAY 31 [illegible]

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪৭ ... ৩ ...

দিরাইতে শিক্ষা কর্মকর্তার উপর ক্ষুব্ধ দু'শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা

দিরাই প্রতিনিধি

ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে দিরাই বেসরকারি স্কুলের দু'শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্থানীয় শিক্ষা অফিসের কার্যকলাপে তারা শুধু অতিষ্ঠই নয়, আতঙ্কিত। শিক্ষা অফিসার ইয়াকুব আলীর স্বৈরাচারী মনোভাব ও আচরণে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা পেশাগত দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছেন ৪/৫ জন শিক্ষিকা।

শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা, স্কুল পরিচালনা কমিটির মধ্যে গ্রুপিং কোন্দল সৃষ্টি, সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতিসহ শিক্ষক হয়রানির জন্য গত ৬ মাস তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার ৬০টি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় আড়াইশ শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন-ভাতা নিয়েও চলছে তুঘলকি কাণ্ড। অফিসে এসে বার বার ধরনা দিয়েও বকেয়া বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না তারা। সাধারণ শিক্ষকদের অভিযোগ, অসৎ উদ্দেশ্যে আসা কতিপয় শিক্ষকের পদচারণা ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে শিক্ষা অফিসের লোকজন। বিভিন্ন সময়ে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের মদদপুষ্ট একশ্রেণীর সুবিধাবাদী লোকজনের দৌরাত্ম্যে রুদ্ধ হয়েছে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রযাত্রার গতিপথ। যে কারণে স্বাধীনতা-উত্তর উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় দু'শর কাছাকাছি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সে অনুপাতে শিক্ষার হার বাড়েনি। ইতিপূর্বে সাবেক শিক্ষা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন বহু ঘটনা-রটনার জন্ম দিয়ে দুর্নীতির বোঝা মাথায় নিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তার স্থলে বর্তমান শিক্ষা অফিসার ইয়াকুব আলী যোগদান করেই মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ৩টি মামলার বিবাদী সেজেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তা যোগদানের পর থেকে উপজেলার পশ্চিম বড়ঘর, ইজারাকান্দা, সুজানগর, বাসুরী, পিতাম্বরপুরসহ ১০/১২টি গ্রামের স্কুল পরিচালনা কমিটি ভেঙে নিজের পছন্দ মতো নতুন কমিটি গঠন করেন এবং স্বীয় স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এ সব কমিটির লোকজন দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানি ও চাকরি থেকে বরখাস্তের অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব ব্যাপারে শিক্ষা অফিসার ইয়াকুব আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে জানান, এলাকার স্বার্থে অনেক সময় অনেক কিছুই করতে হয়। তবে আমি যা করেছি তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়েই।